নিরিখ চতুর্থ আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০২৫

২৩-২৪ জানুয়ারি, ২০২৫

বিষয়: অনুবাদ ও ডায়াসপোরা সাহিত্য

স্থান: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

অনুবাদ সাহিত্য: অনুবাদ অর্থ ভাষান্তর। এক ভাষার রচনা (টেক্সট) অন্য ভাষায় উপস্থাপনই অনুবাদ। বাংলা ভাষায় অনুবাদের ইতিহাস বহু প্রাচীন। প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে নানান আকারে-প্রকারে অনুবাদ বাংলা ভাষায় একটি শক্তিশালী ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আরবি-ফারসি ভাষার ইউসুফ-জুলেখা (পঞ্চদশ শতক), লায়লি-মজনু (ষোড়শ শতক), গুলেবকাওলির (সতেরো শতক) কাহিনির পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা (রামায়ণ: পনেরো শতক, মহাভারত: ষোড়শ/ সপ্তদশ শতক), হিন্দি ঠেটঅবধি (পদ্মাবতী : সপ্তদশ শতক) ভাষা পর্যন্ত বাংলার কবি সাহিত্যিকদের অনুবাদের উৎস হয়ে উঠেছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলোর (রক্তকরবী: A Dream Play, ডাকঘর : Haneles Himmelfahrt) দিকে দৃষ্টি দিলে অনুবাদ বা রূপান্তরের মহিমা প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় অনূদিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনুবাদ কেবল মূলের বিশ্বস্ত উপস্থাপন নয়, নিজ সমাজের সময়, সংস্কৃতি, রুচি অনুবাদে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। এ-সূত্রে আমাদের ইন্টারটেক্সুয়ালিটির কথা মনে পড়বে। ইন্টারটেক্সুয়ালিটি (Intertextuality) সাহিত্যের এমন একটি ধারণা, যা একটি টেক্সটকে তার আগের কোনো টেক্সটের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত করে তোলে। এটি একটি টেক্সটের মধ্যে থাকা অন্য টেক্সটের উদ্ধৃতি, প্রতিধ্বনি বা রেফারেন্স হতে পারে। ইন্টারটেক্সুয়ালিটি দেখায়, কীভাবে একাধিক টেক্সট একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং পাঠককে নতুন শিল্পস্বাদপ্রাপ্তির পথ তৈরি করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলো বাংলাভাষায় ইন্টারটেক্সুয়ালিটির উত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায়, নতুন টেক্সটটি পুরানো টেক্সটের সঙ্গে একটি সংযোগ স্থাপন করে, যা পাঠকের অভিজ্ঞতাকে গভীর করে তোলে। যেমন বুদ্ধদেব বসুর *কলকাতার ইলেক্ট্রা* নাটককে আমরা পুরোনো টেক্সট এস্কাইলাসের 'অরেস্টিয়া'র সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারি।

ওয়াল্টার বেঞ্জামিন মনে করেন, উৎস ভাষা জানে না বলে মানুষ অনুবাদ পড়ে। তাই অনুবাদ স্বয়ম্ভু সৃজন; মূলে কী আছে, এটা জানার প্রয়োজন থেকে অনুবাদ পড়া হয় না। বরং অনুবাদ নিজেই একটা স্বয়ম্ভু সৃষ্টি।

সাধারণভাবে জনরা হিসেবে অনুবাদ বাংলাদেশের সাহিত্যমণ্ডলে খুব বেশি সমাদৃত বিষয় নয়। কিন্তু বাজার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অনুবাদমূলক সাহিত্যের বিপুল কাটতি বা চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে গল্প উপন্যাস কবিতা অনুবাদের চাহিদা বাংলাদেশের সৃজনশীল লেখকদের অনেকের রচনার চেয়ে বেশি। তবুও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে অনুবাদ সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত নয়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ঔপনিবেশিক ভাষার প্রতি দুর্বলতাবশত হীনমন্যতা। আমাদের সমাজ জ্ঞানভিত্তিক নয়। আমরা উল্লেখ করার মতো জ্ঞান উৎপাদন করি না। তাই আমাদের মতো দেশে অনুবাদ অনেক বেশি প্রয়োজন। অনুবাদের মাধ্যমে আমরা উচ্চশিক্ষায় নিজেদের ভাষা ব্যবহার করতে পারি। সেটা সম্ভব কেবল বিচিত্র সব বিষয়ে অনুবাদের মাধ্যমে।

অনুবাদ সাহিত্য নিরিখ চতুর্থ আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম বিষয়।

খ.

ডায়াসপোরা সাহিত্য

ডায়াসপোরা এমন একধরনের সাহিত্য, যা প্রবাসে বসবাসরত লেখকদের জীবনের অভিজ্ঞতা, পরিচয়-সংকট এবং নতুন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে রচিত হয়। জন্মভূমি ও আবাসভূমির ভিন্নতার সঙ্গে বোঝাপড়াটা ডায়াসপোরা সাহিত্যের বিষয়। সাধারণত অভিবাসন, মাতৃভূমির প্রতি নস্টালজিয়া, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, আত্মপরিচয়ের সন্ধান এবং নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জগুলো উঠে আসে ডায়াসপোরা সাহিত্যে।

ডায়াসপোরা সাহিত্যের সাম্প্রতিক উদাহরণ হতে পারে জিয়া হায়দার রহমান, মনিকা আলী, তাহমিমা আনাম প্রমুখ লেখকদের রচনাসমূহ। ডায়াসপোরা সাহিত্য প্রায়শই পাঠকদের সামনে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করে, যা বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে একটি বৃহত্তর মানবিক সংযোগ স্থাপন করে।

তাই ডায়াসপোরা সাহিত্যও অনুবাদের সঙ্গে আমাদের এবারে নিরিখ চতুর্থ আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের বিষয় হয়ে উঠেছে।

অনুবাদ-বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধের ক্ষেত্র ও পরিধি

অনুবাদ তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক ভিত্তি, অনুবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, বাংলা থেকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ, বাংলা সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ অনুবাদ, মধ্যযুগ থেকে বর্তমান, ইন্টারটেক্সুয়ালিটি (Intertextuality), অনুবাদ-সাহিত্যের বিপণনে সুবিধা-অসুবিধাসমূহ ও সাহিত্যের ভাষা থেকে চলচ্চিত্রের ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি।

ডায়াসপোরা সাহিত্যের ক্ষেত্র ও পরিধি

ডায়াসপোরা সাহিত্য-বিষয়ক তত্ত্ব, বাংলা ভাষাভাষী কিংবা বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে বংশোদ্ভূত নাগরিকদের সাহিত্য, ডায়াসপোরা সাহিত্যের গুণগত দিক, ডায়াসপোরা সাহিত্যের প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য, ডায়াসপোরা সাহিত্যের স্বীকৃতি প্রভৃতি।

গবেষণা-প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়ম

সার-সংক্ষেপ ১০০ শব্দের ও মূল প্রবন্ধ ৩০০০-৩৫০০ শব্দের হবে। প্রবন্ধ হতে হবে মান-সম্পন্ন। সার-সংক্ষেপ গৃহীত হলে নিবন্ধন ও সম্পূর্ণ প্রবন্ধের জন্য ইমেইল করা হবে। সার-সংক্ষেপের সঙ্গে গবেষণার তথ্যসূত্র, রীতিপদ্ধতি, কমপক্ষে পাঁচটি কি-ওয়ার্ডে উল্লেখ আবশ্যক। যেহেতু সার-সংক্ষেপ নিরিখের গবেষণা-পত্রিকার প্রসিডিংস হিসেবে ছাপা হবে, সেহেতু এর সঙ্গে গবেষকের নাম, পদবি, কর্ম, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে। ইউনিকোড ও সুতোনিএমজে ফন্ট - এই দুই ফরম্যাটেই পিডিএফ ফাইল হিসেবে লেখা ইমেইল করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর কোনো সার-সংক্ষেপ গৃহীত হবে না।

উল্লেখযোগ্য তারিখ

সারসংক্ষেপ পাঠানোর শেষ তারিখ:৮ অগষ্ট, ২০২৪।
পূর্ণ লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ: ১০ অক্টোবর, ২০২৪।
রেজিস্ট্রেশন: পূর্ণ লেখা জমা দেবার পর রেজিস্ট্রেশেন করা যাবে। রেজিস্ট্রেশেন ফি ভারতীয়দের জন্য ২০০০ রুপি,বাংলাদেশীদের জন্য ২০০০ টাকা।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: সম্মেলনে ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য প্রবন্ধের আরেকটি সংস্ককরণ অংশগ্রহণকারীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
যোগাযোগ: nirikhlitconference@gmail.com

নিরিখ

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

সভাপতি

সফিকুন্নবী সামাদী

আহবায়ক

মোস্তফা তারিকুল আহসান

সদস্য

সরিফা সালোয়া ডিনা

মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী

রিষিণ পরিমল

মেহেদী হাসান

মোস্তফা তারিকুল আহসান

শামসুন্নাহার

পুরনজিত মহলদার

নূর সালমা জুলি

হারুন-অর –রশীদ

ইসমাইল সাদী

যোগাযোগ

২২১ শহীদুল্লাহ কলাভবন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Whatsapp: +8801715299400: +8801711427967

Email: nirikhlitconference@gmail.com